28 NOV 1991

দৈনিক বাংলা

ডাঃ মিলন মিলনায়তনের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

শহীদের স্বপ্ন রূপায়নে সহযোগিতা চাই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি'র মোড়ে ডাঃ মিলনের গুলিবিদ্ধ হওয়ার জায়গায় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে বুধবার পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন শহীদ মিলনের মা, স্ত্রী ও মেয়ে। —দৈনিক বাংলা

প্রধানমন্ত্রী বুধবারে বলেন, ডাঃ মিলনের আত্মাহুতি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে গতিসঞ্চার করেছিল। এর ফলে উৎখাত হয়েছিল স্বৈর-শাসন।খবরবাসস'র।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে ডাঃ মিলন মিলনায়তনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন।

বেগম জিয়া বলেন, স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দালনে শহীদদের আদর্শ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে কেবল জাতি তাদের উপযুক্ত সম্মান জানাতে পারে।

তিনি আরও বলেন, জেহাদ, মুর্তজা, মুনির, নুর হোসেন ও ডাঃ শামসুল আলম মিলনসহ শহীদগণ জনকল্যাণমুখী গণ-তন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে দলনির্বিশেষে সবার সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আমরা একসঙ্গে সংগ্রাম করেছি। গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবার আমাদের একসঙ্গে হাত মেলাতে হবে।

আন্দোলনে শহীদদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন ঃ নিপীড়িত জনগণের অবস্থার উন্নতির জন্য সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিচ্ছেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর জহুরুল মাওলা চৌধুরী, স্বাস্থ্য সার্ভিসের মহাপরিচালক প্রফেসর এ টি সিদ্দিকী, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি শরফুল ইসলাম খান ববি ও শহীদ ডাঃ মিলনের স্ত্রী মাহমুদা আলম কবিতা।

স্বৈরচার বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনেক রক্তের বিনিময়ে জাতি কাঙ্খিত গণতন্ত্র পেয়েছে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে অনেকে জীবন দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, অনেকে বরণ করেছেন পঙ্গুত্ব।

বেগম জিয়া বলেন, স্বৈরাচারী সরকার গত ন'বছরে জাতীয় সম্পদ লুট করেছে।

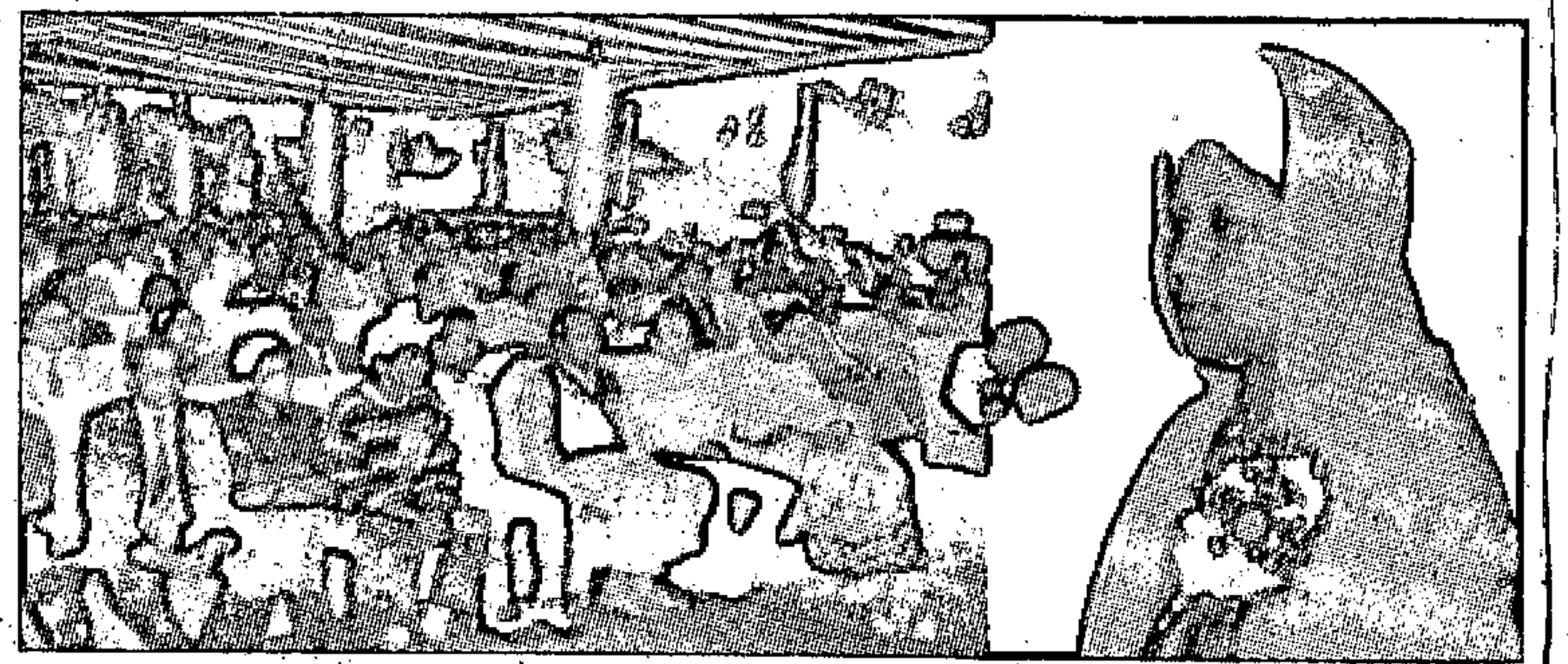

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বুধবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে ডাঃ মিলন মিলনায়তনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন

রেখে গেছে এক বিধ্বস্ত অর্থনীতি। এর-পরও সরকার দেশের সঠিক উন্নয়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী দেশে ৪টি প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের কথা উল্লেখকরেন।

ইন্টার্নী ডাক্তারদের বেতন

আমাদের মেডিক্যাল রিপোর্টার জানান, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেছেন, আজ-কের দিনটি শুধু শহীদ মিলন দিবসই নয়, আজ গণতন্ত্র দিবস। তিনি বলেন, ছাত্র, শিক্ষক, চিকিৎসকসহ সকল পেশাজীবী মানুষের আন্দোলনের বিনিময়েই আমরা গণতন্ত্র পেয়েছি। এই গণতন্ত্রকে সুপ্রতি-ষ্ঠিত করতে পারলেই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে।

প্রধানমন্ত্রী ইন্টার্নী চিকিৎসকদের বেতন বর্তমানে ২৫০০ টাকা থেকে ৪ হাজার টাকা উন্নীত করার ঘোষণা দেন। তিনি উপজেলা স্বাস্থ্যকর্মকর্তা এবং কনসাল-ট্যান্টদের বেতন বৃদ্ধিসহ ১৫০ জন চিকিৎসকের পদমর্যদা বৃদ্ধি এবং ৪৫০ জন নতুন চিকিৎসক নিয়োগের ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

প্রধানমন্ত্রী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দুইটি হোস্টেলের জন্য ৫ লক্ষ টাকা এবং ছাত্রছাত্রীদের পরিবহণের জন্য একটি বাস প্রদানের অঙ্গীকার করেন। মেডিক্যাল ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশীপ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন তাদের এই দাবী যুক্তিসংগত এবং সরকার এ ব্যাপারে বিবেচনাকরেদেখবে।

প্রধানমন্ত্রী স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে চিকিৎসক সমাজের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। শহীদ ডাক্তার মিলনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেন, ডাঃ মিলন গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে জোড়দার ও শক্তিশালী করেছিলেন।

ডাক্তারদের বিভিন্ন সমস্যা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ গণতন্ত্রের যাত্রা সবে শুরু হয়েছে। আমি যেখানে যাই

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

শহীদের স্বপ্ন

(প্রথম পৃঃ পর)

সেখানেই শুনতে পাই অঢেল সমস্যার কথা। তবুও সিমীত সম্পদের মধ্যেও আমরা যতটুকু সম্ভব ডাক্তারদের দাবী-দাওয়াগুলো পূরণের চেষ্টা করছি।

ডাঃ মিলনের স্ত্রী

শহীদ ডাঃ মিলনের স্ত্রী মাহমুদা আলম কবিতা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, আমি আমার মেয়ে শ্যামাকে তখন কোন উত্তর দিতে পারি না, যখন বৃষ্টির দিনে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সে বলে "মা বাবা কখন আসবে।" তিনি বলেন ডাঃ মিলনসহ অন্যান্য শহীদের ত্যাগের বিনিময়ে দেশে এসেছে গণতন্ত্র। এখন সরকার ও বিরোধী দলের কর্তব্য মিলনের হত্যাকারীদের বিচার করা। তিনি ডাঃ মিলন স্মরণে অডিটোরিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে আন্তরিক ধন্য-বাদজানান।